১৬-০৬-১৭ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - কারোর সাথেই তোমাদের বেশি তর্ক করা উচিত নয়, সবাইকে কেবল বাবার পরিচয় দাও।"

প্রশ্নঃ- বেহদের বাবার সৎ-সন্তান (step-children) যেমন আছে, তেমনই নিজ সন্তানও আছে। কাকে নিজ সন্তান (মাতেলে) বলা যাবে?

উত্তরঃ- যে বাবার শ্রীমৎ অনুসারে চলে এবং পবিত্রতার রাখি দৃঢ় ভাবে বেঁধেছে। নিশ্চয় আছে যে আমরা বেহদের উত্তরাধিকার নিয়েই ছাড়ব। এইরকম নিশ্চয়বুদ্ধি সন্তানরাই হল নিজ সন্তান। আর যারা নিজের মত অনুসারে চলে, কখনও নিশ্চয় হয় কখনও সংশয় হয়, প্রতিজ্ঞা করেও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে তারা হল সৎ-সন্তান। নিজ সন্তানের কর্তব্য হল বাবার প্রত্যেক নির্দেশ পালন করা। বাচ্চাদের প্রতি বাবার প্রথম নির্দেশ হল - এখন সত্যিকারের রাখি বাঁধার প্রতিজ্ঞা কর, সমস্ত বিকারী বৃত্তি সমাপ্ত কর।

গীতঃ- জাগো সজনীরা জাগো...

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা এই গানের অর্থ তো বুঝতে পেরেছে। নতুন দুনিয়া অর্থাৎ নতুন যুগ এবং পুরাতন দুনিয়া অর্থাৎ পুরাতন যুগ। পুরাতন দুনিয়ার পরে নতুন দুনিয়া আসে। পরমপিতা পরমাত্মাই নতুন দুনিয়ার রচনা করেন, তাঁকে ঈশ্বর কিংবা প্রভুও বলা হয়। কিন্তু তাঁর নাম তো অবশ্যই বলতে হবে। শুধু প্রভু বললে কার সাথে যোগ লাগানো হবে আর কাকেই বা স্মরণ করা হবে? মানুষ তো বলে দেয় তাঁর নাম-রূপ-দেশ-কাল নেই। কিন্তু ভারতে তো তাঁর 'শিব' নাম প্রসিদ্ধ। যার স্মরণে শিবরাত্রি পালন করা হয় তাকেই বাবা বলা হয়। বাবার পরিচয় জানা থাকলে তবেই তাঁর সাথে বুদ্ধিযোগ লাগবে। কারোর সাথে বেকার তর্ক করা অর্থহীন। প্রথমে বেহদের বাবার পরিচয় দিতে হবে। তিনি কখন কিভাবে কোন মনুষ্য সৃষ্টির রচনা করেন। সত্যযুগ থেকে কলিযুগের অন্তিম পর্যন্ত লৌকিক পিতা তো থাকবেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও পারলৌকিক পিতাকেই স্মরণ করা হয়। তিনি হলেন পরমধামে নিবাসকারী পিতা। এইরকম মনে করোনা যে পরমধাম মানে স্বর্গ। সত্যযুগ তো এইখানেই হয়। যেখানে পরমাত্মা এবং আত্মারা থাকে সেইটা হল পরমধাম। সকল আত্মার পিতা যখন স্বর্গের রচয়িতা তাহলে সন্তানদের কাছে কেন স্বর্গের রাজত্ব নেই? তবে হ্যাঁ, কোনো এক সময়ে স্বর্গের রাজত্ব অবশ্যই ছিল। তখন নতুন দুনিয়া এবং নতুন যুগ ছিল। এখন এটা হল পুরাতন দুনিয়া এবং পুরাতন যুগ। বাবা তো স্বর্গের রচনা করেছিলেন, এখন নরক হয়ে গেছে। কে কিভাবে এই নরক বানিয়েছে? মায়ারূপী রাবণ কি নরক বানিয়েছে? ভারতবাসীদেরকে এই জ্ঞান দেওয়া খুবই সহজ কারণ তারাই রাবণকে জ্বালায়, শুধু তার অর্থ বোঝেনা। সকল ভক্তই ভগবানকে স্মরণ করে। কিন্তু তাকে সঠিক ভাবে না জানার কারণে তাকে সর্বব্যাপী, নাম-রূপের থেকে ভিন্ন, অন্তহীন ইত্যাদি বলে দেয়। তাঁর অন্ত পাওয়া সম্ভব নয় তাই সকল মানুষ নিরাশ এবং নিরুদ্যম হয়ে গেছে। তাদেরকে নিরুদ্যম তো হতেই হত। তখনই বাবার আগমনের এবং স্বর্গ রচনার সময় হয়। বাবা এখন বলছেন, আমি পুনরায় এসেছি। ভক্তরা তো ভগবানের কাছ থেকে অবশ্যই ফল পাবে। ভগবানকে এখানে এসেই ফল দিতে হবে কারণ সকলেই পতিত। ওখানে তো কোনও পতিত যেতে পারবে না। তাই আমাকেই আসতে হয়। আমাকে আহবান করে। ভক্তদের ভগবানকে প্রয়োজন।

কিন্তু ভগবানের কাছ থেকে কি প্রাপ্তি হবে? মুক্তি এবং জীবনমুক্তি। সবাইকে দেবেন না, যে পরিশ্রম করবে তাকেই দেবেন। এত কোটি কোটি আত্মা কি উত্তরাধিকার পাবে? নতুন কেউ আসলে তাকে বলো, বাবা হলেন স্বর্গের রচয়িতা, আমরা এটা অনুভব করেছি। এখন আমাদের আর ভগবানকে খোঁজা উচিত নয়। সময় হলে তাঁকে তো আসতেই হয়। তাঁকে আমরাও আগে অনেক খুঁজেছি, কিন্তু পাইনি। জপ-তপ, তীর্থযাত্রা ইত্যাদি অনেক করেছি, অনেক খুঁজেছি। কিন্তু তাঁকে পাইনি। তিনি নিজ সময়ে পরমধাম থেকে এখানে আসেন। আদি সনাতন দেবী দেবতাদেরকে ৮৪ জন্ম নিতে হবে। ৫টি বর্ণও প্রসিদ্ধ। এখন শূদ্র বর্ণের অন্তর্গত, এরপর ব্রাহ্মণ বর্ণতে আসবে। বর্ণের ওপরেও ভালোভাবে বোঝাতে হবে। বিরাট রূপের চিত্রতেও বর্ণের উল্লেখ আছে। ব্রাহ্মণ বর্ণও আছে, কিন্তু দুনিয়ার মানুষ এটা সম্মন্ধে জানেনা। তাই প্রথমে পরিচয় দিতে হবে যে বাবা হলেন স্বর্গের রচয়িতা এবং আমরা হলাম ব্রহ্মাকুমার এবং কুমারী। বাবা এসেই ব্রাহ্মণদের রচনা করছেন, তাই তো আমরা দেবতা হই। প্রজাপিতা ব্রহ্মার নাম তো আছেই। এই ব্রহ্মার মুখের দ্বারাই ব্রাহ্মণদের রচনা করেন। ব্রহ্মাবাবার বাবা হলেন শিববাবা। এইটা হল ঈশ্বরীয় বংশ। যেমন কৃপালিনী বংশ, বাসবানী বংশ আছে, সেইরকম এইসময়ে তোমাদের বংশ হল ঈশ্বরীয় বংশ। তোমরা যারা পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করেছ তারা তাঁর সন্তান, সত্যিকারের ব্রাহ্মণ। সন্তান তো সকলেই, কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ নিজ সন্তান, কেউ আবার সৎ-সন্তান। যে নিজ সন্তান সে তো পবিত্রতার রাখি পরে আছে। রাখি বন্ধন উৎসবও পালন করা হয়। সব এই সঙ্গমযুগেরই বিষয়। দশহরা উৎসবও সঙ্গমযুগের স্মৃতিচিহ্ন। বিনাশের পরেই দেওয়ালী আসে, সবার জ্যোতি জেগে যায়। কলিযুগে সবার জ্যোতি নিভন্ত আছে। বাবাকে মাঝি কিংবা মালিও বলা হয়। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করকে এইরকম বলা হয় না। বাবা এসে নিজের বাগানে তাঁর সন্তানদেরকে দেখেন। তাদের মধ্যে কেউ গোলাপ, কেউ চম্পা আবার কেউ লিলি ফুল। প্রত্যেকের মধ্যেই জ্ঞানের সুগন্ধ আছে। তোমরা এখন কাঁটা থেকে ফুল হচ্ছ। এই দুনিয়া হল কাঁটার জঙ্গল। এখানে কত ঝগড়া, মারামারি। কারণ সবাই নাস্তিক এবং অনাথ। নাথই নেই যিনি শ্রীমৎ দিয়ে সনাথ বানাবেন। তাঁকে কেউ জানেও না। তাই নাথকে অবশ্যই আসতে হবে। বাবা এসেই সনাথ বানান। মানুষ চায় যে এক ধর্ম, এক রাজ্য হোক, পবিত্রতা থাকুক। সত্যযুগে এক ধর্ম ছিল। এখন তো দুঃখধাম হয়ে গেছে। তোমরা এখন ব্রাহ্মণ বর্ণতে পরিবর্তিত হয়েছ, এরপর দেবতা বর্ণতে যাবে। তারপর এই পতিত দুনিয়াতে আর আসবে না। ভারতভূমিই হল সবথেকে শ্রেষ্ঠ। যদি গীতার ভুল ব্যাখ্যা করা না হত তাহলে এই ভারতকে নিয়ে কেউ কথাই বলতে পারত না। শিবের মন্দিরে তো সকলেই যায়, ওটা বেহদের বাবার মন্দির। বাবাই হলেন সদগতি দাতা। তিনি এসে অনাথ বাচ্চাদের সনাথ বানান। এইসকল কথা এক বাবা ছাড়া আর কেউ বোঝাতে পারবে না। বাকিরা সবাই ভক্তি শেখায়। সেখান জ্ঞানের কোনো ব্যাপার নেই। জ্ঞানের সাগর, সদগতিদাতা কেবল একজনই। মানুষ কখনো সদগতিদাতা গুরু হতে পারবে না। এমনিতে যারা বিভিন্ন কলা কৌশল শেখায় তাদেরকেও গুরু বলে সম্বোধন করা হয়। কিন্তু ওই গুরুরা তো সমগ্র দুনিয়ার সদগতি করতে পারবে না। হয়ত মানুষ বলে যে ওইসব সাধুদের কাছে গেলে আমরা শান্তি পাই। কিন্তু সেটা সামান্য সময়ের জন্য। সন্ন্যাসীরা বলে যে স্বর্গসুখ হল কাক বিষ্ঠার সমান। ওইসব সন্ন্যাসীদের থেকে যে শান্তি পাওয়া যায় সেটাও কাক বিষ্ঠার সমানই হবে। তারা তো মুক্তি দেন না। মুক্তি জীবনমুক্তির দাতা তো কেবল বাবাই। শ্রীকৃষ্ণকে সবাই খুব ভালোবাসে কিন্তু তাকে সম্পূর্ণভাবে জানে না। এখন বাবা এসে বোঝাচ্ছেন যে সত্যযুগে কৃষ্ণপুরী ছিল, এখন সেটা কংসপুরী হয়ে গেছে। বাবা এসে পুনরায় কৃষ্ণপুরী স্থাপন করছেন। তারপর অর্ধেক কল্প পরে আবার রাবণরাজ্য অর্থাৎ নরক হয়ে যাবে। অর্ধেক কল্প হল সুখ এবং অর্ধেক কল্প হল দুঃখ। সুখের সময়টাই অধিক, কিন্তু সুখ-

দুঃখের এই খেলা তো চলতেই থাকে। একেই সৃষ্টিচক্র বা হার-জিতের খেলা বলা হয়। সন্ন্যাসীরা মনে করে যে আমরা মোক্ষলাভ করব। কিন্তু কেউই মোক্ষলাভ করতে পারে না। এই রহস্যটা কেউ জানে না। বাবা ছাড়া আর কেউই মুক্তি জীবনমুক্তি দিতে পারে না। তোমরা তো নিজেদের রাজধানী স্থাপন করছ, তাই না? এখানে দেখ, কেবল দুঃখ আর দুঃখ। এখন আমরা বাবার সহায়তায় স্বর্গ স্থাপন করছি। তারপর আমরাই মালিক হয়ে রাজত্ব করব, বাকি সবাইকে মুক্তিধামে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। পরে তারা নিজ নিজ সময়ে আসবে। তারা যখন আসবে তখন তারাও প্রথমে সুখ ভোগ করবে তারপর দুঃখ ভোগ করবে। ভক্তিমার্গে জপ-তপ করে, মালা জপ করে। বলে যে একজনকেই স্মরণ করা উচিত। এরজন্য দেহ অভিমান ত্যাগ করতে হয়, কিন্তু সেটা কেউই করেনা। বাবা বলছেন এখন সবাইকে ফিরে যেতে হবে। বাবা বাচ্চাদের সাথেই কথা বলেন। সন্তানদের মধ্যেও কেউ হল নিজ সন্তান আর কেউ সৎ-সন্তান (step-children)। সৎ-সন্তান সে - ই যে পবিত্রতার রাখি বাঁধেনা। নিজ সন্তানদের তো নিশ্চয় আছে যে আমরা উত্তরাধিকার নেবই। কিন্তু কেউ কেউ অনুত্তীর্ণও হয়। শক্তিশালী এবং দুর্বল বাচ্চারা ক্রমানুসারে আছে। যারা শক্তিশালী তারা স্ত্রী-সন্তান সবাইকে নিয়ে আসবে, নিজের সমান বানাবে। রাজহাঁস আর সারস পাখি তো একত্রে থাকতে পারে না। বাবার ওপর অনেক দায়িত্ব। বাবার কাজ হল সবাইকে পবিত্র বানানো, তাই বাবা বলেন জ্ঞানে দুইজনে একসাথে চল। স্বামী-স্ত্রী একসাথে চললেই গাড়ি ঠিকঠাক এগোবে। চল, আমরা দুজনে পবিত্রতার রাখি বাঁধি। আমরা এবার পবিত্র হয়ে বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার অবশ্যই নেব। ব্রহ্মার সন্তান হয়েছি মানে ভাই বোন হয়ে গেছি। এরপর আর কোনো বিকারী কর্ম করা, বিকারে যাওয়া সম্ভব নয়। এটাই তো ঈশ্বরীয় নিয়ম। বাবা বলছেন, এখন বিষ খাওয়া এবং বিষ খাওয়ানোর এই বৃত্তি ত্যাগ করতে হবে। আমরা একে অপরকে জ্ঞান অমৃত পান করাবো। আমরাও বাবার কাছ থেকে স্বর্গের উত্তরাধিকার নেব। যারা বাবার নিজ সন্তান তাদের কাজ হল বাবার নির্দেশ পালন করা। যে পালন করে না তাকে সৎ-সন্তান (step-children) বলা হবে। তাদেরকে উত্তরাধিকার দেওয়ার বেলায় বাবা অবশ্যই দ্বিধা বোধ করবেন। তোমরা ব্রাহ্মণরা দেবতা হবে, তাই তোমাদের স্ত্রীকেও জ্ঞান অমৃত পান করানো উচিত। যেভাবে ছোট বাচ্চাদের নাক টিপে ওষুধ খাওয়ানো হয়। স্ত্রীকে বল যে তুমি কি স্বীকার কর যে পতি তোমার ঈশ্বর এবং গুরু? তাহলে আমি তো অবশ্যই তোমার সদগতি করব, তাই না? পুরুষ তার স্ত্রীকে শীঘ্রই নিজের মত বানাতে পারবে। কিন্তু স্ত্রী তার স্বামীকে অত শীঘ্র নিজের মত বানাতে পারবে না। তাই অবলাদের ওপর অনেক অত্যাচার হয়। বাচ্চাদেরকে অনেক মার খেতে হয়। সরকারও তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারবে না। তারা বলবে যে আমরা তো কিছুই করতে পারব না। বাবা বলেন- বাচ্চারা, শ্রীমৎ অনুসারে চললে তোমরা স্বর্গের মালিক হবে। যদি সৎ-সন্তানের মত আচরন কর তাহলে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে। দুনিয়াতে লৌকিক বাবার কাছ থেকে সন্তানরা সীমিত (লৌকিক) উত্তরাধিকার নেয়, আর এখানে বেহদের বাবার কাছ থেকে তাঁর নিজ সন্তানরা বেহদের উত্তরাধিকার নেয়। এই দুনিয়াকে বলা হয় দুঃখধাম। এখানে তো তোমাদের সোনার গয়না পরাও উচিত নয় কারণ তোমরা হলে নিঃস্ব। পরের জন্মে তোমরা সোনার মহলে থাকবে। সেই মহল রত্নজড়িত হবে। তোমরা জানো যে আমরা এখন বাবার কাছ থেকে ২১ জন্মের উত্তরাধিকার নিচ্ছি। ভক্তিমার্গে আমি কেবল ভাবনার আধারে ফল দিয়ে থাকি। ওরা তো জানেও না যে কৃষ্ণের আত্মা, গুরু নানকের আত্মা এখন কোথায়। তোমরা জানো যে এরা সবাই পূনর্জন্ম নিতে নিতে এখন তমোপ্রধান হয়ে গেছে। ওরাও তো সৃষ্টিচক্রের অন্তর্গত, সবাইকেই তমোপ্রধান হতে হবে। তারপর অন্তিমে বাবা এসে সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যান। আচ্ছা -

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা , বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১) এখন পবিত্রতার রাখি বাঁধতে হবে। দেহ-অভিমান ত্যাগ করে বিকারী বৃত্তি সমাপ্ত করতে হবে।

২) বাবার শ্রীমৎ অনুসারে চলে সুযোগ্য সন্তান হতে হবে। জ্ঞান অমৃত পান করে অপরকেও পান করতে হবে। নিজের মধ্যে জ্ঞানের সুগন্ধ ধারণ করে সুগন্ধী ফুল হতে হবে।

বরদান:- শুভ ভাবনার দ্বারা ব্যর্থকে সমর্থতে পরিবর্তন করে পবিত্র হংস হও।

তাকেই পবিত্র হংস বলা হয় যে নাকারাত্মক থাকে (Negativiy) ত্যাগ করে সকারাত্মকতাকে (Positivity) ধারণ করে। দেখেও দেখো না, শুনেও শুনো না। নকারাত্মক অর্থাৎ ব্যর্থ কথাবার্তা, ব্যর্থ কর্ম করো না, বলো না, শুনো না। ব্যর্থকে সমর্থতে পরিবর্তন করে দাও। এর জন্য প্রত্যেক আত্মার প্রতি শুভ ভাবনা থাকতে হবে। শুভ ভাবনার দ্বারা উল্টো কথাও সোজা হয়ে যায়। তাই যে যেমনই হোক তুমি শুভ ভাবনা দাও। শুভ ভাবনা পাথরকেও জল করে দেবে এবং ব্যর্থ সমর্থতে পরিবর্তিত হয়ে যাবে।

স্লোগান:- অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভব করতে চাইলে শান্ত-স্বরূপ অবস্থায় স্থির থাক।